উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি ও নিপীড়নমূলক
কার্যকলাপ দমনের লক্ষ্যে প্রণীত

‘উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালা, ২০০৮’

১। *নীতিমালার উদ্দেশ্য, শিরোনাম ও সূচনা:*

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ধর্ম, বর্ণ, বয়স, পেশা ও লিঙ্গ নির্বিশেষে বাংলাদেশে অবস্থানরত সকলের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করেছে,

যেহেতু কোন হয়রানি ও নিপীড়ন, যা একজন ব্যক্তির মানসিক ও শারীরিক ক্ষতি করে এবং তাঁর সমান সুযোগ গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করার কারণে নিশ্চিতভাবেই সংবিধান বিরোধী এবং একই সঙ্গে ফৌজদারী অপরাধ,

যেহেতু কেউ যদি তাঁর পেশাগত ও সামাজিক অবস্থান ব্যবহার করে তাঁর অধীনস্থ ও নির্ভরশীল কারও উপর এ ধরণের নিপীড়ন করে তবে সেই অপরাধ আরও নিকৃষ্ট,

যেহেতু বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের[১] অধ্যাদেশ, বিধি-বিধান ও ব্যবস্থাবলী, শিক্ষক[২], শিক্ষার্থী[৩], কর্মকর্তা, কর্মচারী, কর্মরত ব্যক্তি, ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী এবং অভ্যাগতদেরও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে বাধ্য,

যেহেতু যে কোন রকম হয়রানি এবং নিপীড়নের ঘটনায় আক্রান্ত ব্যক্তি নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তন্মধ্যে গুরুতর হচ্ছে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন,

যেহেতু হয়রানি ও নিপীড়ন এবং যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন একজন ব্যক্তিকে-

- চিরজীবনের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করে,
- তাঁকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে এবং তার মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্থ করে,
- তাঁর উপর স্থায়ী মানসিক চাপ সৃষ্টি করে,
- তাঁর মর্যাদাবোধে আঘাত করে,
- তাঁর আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মান বা আত্মপ্রত্যয় হানি করে,
- শিক্ষা বা পেশার ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, কিংবা তাঁকে চিরস্থায়ীভাবে শিক্ষা বা পেশা ত্যাগে বাধ্য করে, এমনকি বাস্ত এবং দেশ ত্যাগে বাধ্য করে,
- জীবন সংশয় সৃষ্টি করে, বা স্থায়ী শারীরিক ক্ষতির সৃষ্টি করে, এমনকি জীবনহানি করে,
- পরিবার ও স্বজনদের জীবন বিপর্যস্ত করে,
- পরিবার, সমাজ ও প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা এবং মর্যাদা নিয়ে জীবন যাপনের অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে,

যেহেতু উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরে সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকলে অঙ্গীকারাবদ্ধ, যেখানে সকল শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারী, কর্মরত ব্যক্তি, ভর্তিচ্ছু এবং অভ্যাগত কোন রকম প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই নির্বিঘ্নে নিজ নিজ কর্মক্ষমতা ও সম্ভাবনা বিকশিত করতে পারে; এর জন্য কোন ব্যক্তি যাতে এক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে না পারে, সে জন্য আইনগত ও প্রশাসনিক রক্ষাকবচ নিশ্চিত করতে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সচেষ্ট,

যেহেতু বিদ্যমান আইন, অধ্যাদেশ, বিধি-বিধান ও ব্যবস্থাবলী প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল ও যথেষ্ট কার্যকর বলে প্রতীয়মান না হওয়ায় ‘যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালা’ প্রণয়ন করা একান্ত আবশ্যক,

১. ***উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান:***
সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক উপর্যুক্ত শ্রেণীভূক্ত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

২. ***শিক্ষক:*** *শিক্ষক ও শিক্ষিকা*

৩. ***শিক্ষার্থী:*** *ছাত্র ও ছাত্রী*

সেহেতু এই বিষয়ে যথাযথ আইনগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা থাকা অতি আবশ্যক বিধায় উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি কার্যকর এই যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালা প্রণীত হলো।

১.১ এই নীতিমালা 'উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালা, ২০০৮' নামে অভিহিত হবে।

১.২ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি ও নিপীড়নমূলক কার্যকলাপ দমনের লক্ষ্যে প্রণীত 'উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালা, ২০০৮' বাংলাদেশের সরকারি-বেসরকারি সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রযোজ্য হবে।

১.৩ এই নীতিমালা শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে কার্যকর হবে এবং স্ব স্ব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব প্রবিধি প্রণয়ন করে এই নীতিমালা বাস্তবায়ন করবে।

১.৪ দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের একক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এই নীতিমালার যথাযথ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণসহ ইহার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষন করবে।

২। *নীতিমালার লক্ষ্য ও আওতা:*

সকল প্রকার যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন দমনের লক্ষ্যে এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো-

(ক) যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন যে একটি দন্ডনীয় গুরুতর অপরাধ সেটা নির্দিষ্ট করা,

(খ) যে বা যারা ক্ষতিগ্রস্ত, তার বা তাদেরসহ সকলের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ এবং বিচারের প্রতি আস্থা সৃষ্টি করা,

(গ) প্রথম থেকেই যাতে সকলেই এই অপরাধের পরিণাম এবং অপরাধ করলে কী দায় বহন করতে হবে সে সম্পর্কে সতর্ক থাকে, সে সম্পর্কে অবগত করা,

(ঘ) আক্রান্তদের, ক্ষতিগ্রস্তদের ও ভুক্তভোগীদের জন্য প্রতিকারের ব্যবস্থা করা, এবং

(ঙ) উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা।

২.১ এই নীতিমালার বিশেষ লক্ষ্য থাকবে-

ক. অভিযোগ প্রদানের নিরাপদ ও সহজ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা,

খ. অপরাধী/দের উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা,

গ. অভিযোগকারী ও সাক্ষীসহ সকলের নিরাপত্তা বিধানের আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা,

ঘ. বিচারের ব্যবস্থা সুনির্দিষ্ট ও ত্বরান্বিত করা,

ঙ. বিচার প্রার্থী/প্রার্থীদের বা তার/তাদের পরিবারের সদস্যদের হয়রানি, হেয় ও নিগৃহীত করাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে সুনির্দিষ্ট করা, এবং

চ. উদ্দেশ্যমূলকভাবে সাজানো অভিযোগ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২.২ নীতিমালার আওতা-

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং এর সীমানার[১] মধ্যে কর্মরত শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারী, কর্মরত ব্যক্তি, ভর্তিচ্ছু এবং অভ্যাগত যে কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই নীতিমালা প্রযোজ্য হবে-

ক. উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংযুক্ত স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা/মক্তবের শিক্ষকবৃন্দ,

খ. উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংযুক্ত স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা/মক্তবের শিক্ষার্থী,

গ. উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংযুক্ত স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা/মক্তবের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ,

ঘ. উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান এলাকায় কর্মরত বিভিন্ন পেশার মানুষ,

ঙ. বিভিন্ন কারণে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বসবাসকারী সকল মানুষ,

চ. উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা/মক্তবে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী বা তাদের সঙ্গীরা,

১. *উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সীমানা:*
পাঠক্রম ও পাঠক্রম-সহায়ক শিক্ষাদানের কাজে এবং আনুষঙ্গিক প্রশাসনিক ও অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চত্বর, নিজস্ব মালিকানাধীন ও ভাড়া করা ঘর-বাড়ী ও ঘর-বাড়ীর অংশ বিশেষ, সুযোগ সুবিধা ও উপকরণাদি পরিচালনাধীন এবং অনুমোদিত হল-হোস্টেলসহ আবাসিক ব্যবস্থা, এবং বাংলাদেশের ভিতরে ও বাইরে অনুমোদিত পাঠ্যসূচি ও পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত পাঠদান ও মাঠকর্মের যে কোন স্থান।

ছ. উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে যাতায়াতকারী কিংবা কোন উদ্দেশ্যে আগত নারী-পুরুষ (বিশেষতঃ যদি যাতায়াতের বা অবস্থানের সময়কালে কোন ঘটনা সংঘটিত হয়),

জ. উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে কোন প্রতিষ্ঠানে চাকুরি এবং কর্মের সন্ধানে আগত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, এবং

ঝ. তবে অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত উভয়েই অভ্যাগত হলে এই নীতিমালা তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। সেক্ষেত্রে বিষয়টি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে হস্তান্তর করা হবে।

৩। *সংজ্ঞা:*

৩.১ যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন বলতে বুঝায়-

ক. শ্রেণী কক্ষের ভিতরে বা বাইরে অবাঞ্ছিত মন্তব্য বা অঙ্গভঙ্গী দ্বারা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ,

খ. যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ বা আশোভন অঙ্গভঙ্গী, কটূক্তি, টিটকারি, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, চলাফেরার সময় পিছু নেওয়া, ইত্যাকার আচরণের মাধ্যমে উত্যক্ত করা,

গ. চিঠিপত্র, টেলিফোন, মোবাইল ফোন, ই-মেইল, এসএমএস, পোস্টার, দেয়াল লিখন, বেঞ্চ/চেয়ার/টেবিল/নোটিশ বোর্ড লিখন, নোটিশ, কার্টুন ইত্যাদির মাধ্যমে হেয় করা, উত্যক্ত করার চেষ্টা বা উত্যক্ত করা,

ঘ. যৌন উস্কানিমূলক, বিদ্বেষমূলক বা উদ্দেশ্যমূলকভাবে কুৎসা রটনা করা এবং/অথবা তদুদ্দেশ্যে ছায়াছবি, স্থির চিত্র, ডিজিটাল ইমেজ, চিত্র, কার্টুন, প্রচারপত্র, উড়োচিঠি, মন্তব্য বা পোস্টার ইত্যাদি প্রদর্শন বা প্রচার এবং স্থির বা ভিডিও চিত্র ধারণ, প্রেরণ, প্রদর্শন ও প্রচার,

ঙ. লিঙ্গীয় ধারণা থেকে কিংবা যৌন হয়রানির উদ্দেশ্যে শিক্ষা, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক ও সাংগঠনিক তৎপরতা বা শিক্ষা বহির্ভূত ব্যক্তিগত কাজে বাধা প্রদান,

চ. শ্রেণী কক্ষের ভিতরে বা বাইরে শিক্ষক/শিক্ষার্থী কর্তৃক শিক্ষক/শিক্ষার্থীকে লক্ষ্য করে অপ্রাসঙ্গিক, যৌন বিষয় উত্থাপন করে হয়রানিমূলক আচরণ করা,

ছ. যৌন হয়রানির উদ্দেশ্যে কুৎসা রটনা ও চরিত্র হননের চেষ্টা,

জ. নবীন শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন মাত্রায় যৌন হয়রানি,

ঝ. বলপূর্বক প্রেমের সম্মতির জন্য উত্যক্ত করা বা প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের কারণে চাপ সৃষ্টি ও হুমকি প্রদান করা,

ঞ. যৌন আক্রমনের হুমকি বা ভয় দেখিয়ে কোন কিছু করতে বাধ্য করা বা ভয়ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবন যাপন, শিক্ষা বা কর্মজীবন ব্যাহত করা,

ট. যৌন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে শরীরের যেকোন অংশ যে কোনভাবে স্পর্শ করা বা আঘাত করা,

ঠ. ভয়/প্রলোভন দেখিয়ে বা নিজের পেশাগত বা প্রশাসনিক ক্ষমতাকে অপব্যবহার করে কারও সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা কিংবা স্থাপন, এবং

ড. ধর্ষণের চেষ্টা কিংবা ধর্ষণ।

৩.২ ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় ও লিঙ্গভেদের কারণে/সুযোগে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ কোন কাজ কিংবা ব্যবহার বা আচরণ যা যৌন কামনা ও আকাঙ্খা হতে উদ্ভূত তা এই নীতিমালার আওতায় আসবে।

৪। **সচেতনতা ও *জনমত গঠনঃ***

ক. যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন দমনের জন্য এবং তদুদ্দেশ্যে নিরাপদ পরিবেশ তৈরীর জন্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রচার ও প্রকাশনা ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করবে। প্রতি শিক্ষা বর্ষে নতুন বর্ষের ক্লাস শুরুর প্রাক্কালে এ বিষয়ে দিক নির্দেশনামূলক ক্লাসসহ উচ্চশিক্ষা

প্রতিষ্ঠানের সকল হল, হোস্টেল, অফিস ও বিভাগে এই নীতিমালাসহ এই বিষয়ে ব্যাপক প্রচার করবে।

খ. এই নীতিমালার সারসংক্ষেপ, এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে প্রত্যাশিত আচরণ-সম্বলিত একটি পুস্তিকা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিকৃত সকল নতুন শিক্ষার্থী এবং নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা এবং কর্মচারীর মধ্যে বিতরণ করা হবে।

গ. উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কাউন্সেলিং সেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহন করবে।

ঘ. বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলিক অধিকারের অনুচ্ছেদাবলী অনুযায়ী সকলের মতপ্রকাশ, চলাফেরা, পড়াশোনা ও কাজের নিশ্চয়তা বিধানের জন্যও যথাযথ সচেতনতা ও জনমত গঠনের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবে।

ঙ. আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে এই বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থানীয় প্রশাসনের সাথে মত বিনিময় ও যোগাযোগ রক্ষা করার উদ্যোগ গ্রহন করবে।

৫। *যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ কেন্দ্রের গঠন ও কার্যপ্রণালী :*

সকল শ্রেনীর উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ গ্রহণ, আনুষঙ্গিক তদন্ত ও সুপারিশ প্রণয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয়ভাবে একটি নিরোধ কেন্দ্র[১] গঠন করবে।

৫.১ অভিযোগ প্রদান বিষয়ক সাধারণ জ্ঞাতব্য -

ক. নিরোধ কেন্দ্র / পরিচালনা কমিটি কর্তৃক অভিযোগকারী/দের নাম পরিচয়ের গোপনীয়তার নিশ্চয়তা থাকবে এবং অভিযোগ প্রমানিত না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্ত/দের নাম পরিচয়েরও গোপনীয়তার নিশ্চয়তা থাকবে। তবে উল্লেখ থাকে যে, উভয়পক্ষের নিজ নিজ পরিচয় প্রকাশের অধিকার অক্ষুন্ন থাকবে।

খ. সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তার নিজস্ব প্রক্টরিয়াল বডি বা সমপ্রকারের শৃঙ্খলা-ব্যবস্থাধীনে অভিযোগকারী/দের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সচেষ্ট হবে,

গ. ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি নিজে শারীরিকভাবে উপস্থিত না হতে পারলে তাঁর আত্মীয়, বন্ধু বা আইনজীবীর মাধ্যমে অভিযোগকারীর স্বাক্ষরকৃত অভিযোগ দাখিল করতে পারবে,

ঘ. নিরাপত্তার সমস্যা থাকলে রেজিস্টার্ড ডাকযোগে অভিযোগ প্রেরণ করা যাবে,

ঙ. অভিযোগকারী নারী হলে অভিযোগ কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত নারী সদস্যের কাছে আলাদাভাবে অভিযোগ জমা দিতে পারবেন।

৫.২ যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ কেন্দ্র গঠন-

ক. নিরোধ কেন্দ্রের পরিচালনা কমিটি দুই বছর মেয়াদি হবে। তবে যুক্তিসঙ্গত কারণে, যথা- কোন সদস্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ত্যাগ, বিদেশ গমন, অসুস্থতা- সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিরোধ কেন্দ্রের পরিচালনা কমিটির মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই উক্ত কমিটি পুনর্বিন্যাস করতে পারবে।

খ. নিরোধ কেন্দ্রের পরিচালনা কমিটি হবে সাত সদস্যবিশিষ্ট এবং গ্রহণযোগ্য ও আস্থাভাজন ব্যক্তিবর্গ পরিচালনা কমিটির সদস্য হিসাবে সংশ্লিষ্ট উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মনোনীত হবেন; কমিটি গঠনের পর সদস্যদের নাম বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে অবহিত করবে।

গ. সাতজন সদস্যের মধ্যে নূণ্যতম চারজন নারী সদস্য থাকবেন।

১. নিরোধ কেন্দ্র:
এতদ্‌পরবর্তীতে এই নীতিমালায় নিরোধ কেন্দ্র বলতে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ কেন্দ্রকে বুঝাবে।

নিরোধ কেন্দ্রের পরিচালনা কমিটির গঠন হবে নিম্নরূপ -

১. সংশ্লিষ্ট উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন তিনজন শিক্ষক; তম্মধ্যে দুইজন নারী সদস্য।

২. সংশ্লিষ্ট উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে পেশাগত দায়িত্বে নিয়োজিত নয় এবং যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন বিষয়ক আইন সহায়তা প্রদানে অভিজ্ঞ একজন আইনজীবী।

৩. প্রতিষ্ঠিত ও দীর্ঘ সময় ধরে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন সম্পর্কিত কাজে অভিজ্ঞ কোন নারী অধিকার / মানবাধিকার সংস্থা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি।

৪. বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক মনোনীত কমিশনের একজন সদস্য অথবা তার প্রতিনিধি।

৫. বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান বহির্ভুত কোন সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন একজন প্রতিনিধি।

সংশ্লিষ্ট উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তিনজন সদস্যের মধ্য থেকে কর্তৃপক্ষ একজনকে আহ্বায়ক ও অন্য একজনকে সদস্য-সচিব হিসাবে মনোনয়ন দিবেন। সদস্য-সচিব নিরোধ কেন্দ্রের দাপ্তরিক কাজ সম্পাদন করবেন।

ঘ. সংশ্লিষ্ট উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিরোধ কেন্দ্রের কার্যক্রমের অংশ হিসাবে মানসিক স্বাস্থ্য কাউন্সেলিং সেবা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবে। এই সেবার আওতায় সাইকোথেরাপির উপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কাউন্সেলর সেবাদান করবেন। যারা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানির শিকার হবেন তারা এই কেন্দ্রে যোগাযোগ করে সাইকোথেরাপির সাহায্য গ্রহন করবেন। এই কেন্দ্রে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ নিজস্ব রেকর্ড রাখবেন। তবে তিনি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করবেন। বিশেষ প্রয়োজনে অর্থাৎ অভিযোগ প্রমাণের লক্ষ্যে নিরোধ কেন্দ্রের পরিচালনা কমিটির সদস্যগণ মানসিক স্বাস্থ্য কাউন্সেলরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

৫.৩ যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ কেন্দ্রের কার্যপ্রণালী-

ক. সাধারণভাবে ঘটনার ত্রিশ কার্যদিবসের মধ্যে নিরোধ কেন্দ্রে অভিযোগ দাখিল করতে হবে। নিরোধ কেন্দ্র অভিযোগ যাচাইয়ে-

(১) বিষয়টি সমাধান করার মত হলে সাধারণভাবে ৩.১ (ক) (খ) (গ) (ঘ) (ঙ) এবং (চ) শ্রেণীর অভিযোগ নিরোধ কেন্দ্রের পরিচালনা কমিটি নিস্পত্তি করবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে লিখিত রিপোর্ট দিবে।

(২) অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় যদি উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে নিস্পত্তিযোগ্য না হয় তবে সর্বোচ্চ সাত কার্যদিবসের মধ্যে তা সাধারণ হয়রানি ও নিপীড়নের ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির নিকট ন্যস্ত করবে এবং যৌন হয়রানি ও নিপীড়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিরোধ কেন্দ্রের পরিচালনা কমিটি আনুষঙ্গিক তদন্ত ও সুপারিশ প্রণয়নের জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ঙ. নিরোধ কেন্দ্রের পরিচালনা কমিটি তদন্ত করার জন্য পক্ষগণকে এবং সাক্ষীগণকে রেজিস্টার্ড ডাকযোগে নোটিশ প্রদান, প্রয়োজনীয় শুনানী, তথ্য-সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ, এবং প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ের দলিলপত্র পর্যালোচনা করার অধিকারী হবে। যেহেতু এ জাতীয় অভিযোগে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য-প্রমাণ কম থাকে, তাই প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য-প্রমাণাদি ছাড়াও পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য-প্রমাণাদির উপর জোর দিতে হবে। নিরোধ কমিটির কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট অফিস চাহিবামাত্র সকল সহযোগিতা প্রদানে বাধ্য থাকবে। নিরোধ কেন্দ্র অভিযোগকারী/দের পরিচয় গোপন রাখবে। সাক্ষ্য গ্রহণকালে অভিযোগকারী/দেরকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কোন প্রকার হেয়, নিগ্রহ, হয়রানিমূলক প্রশ্ন

এবং আচরণ করা যাবেনা। প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য প্রদানে কেউ সমস্যা বোধ করলে পরিচয় গোপন রেখে বা পরোক্ষভাবে যাতে তথ্য সরবরাহ করতে পারে তার ব্যবস্থা রাখতে হবে। অভিযোগ করার পর যদি অভিযোগকারী অভিযোগ প্রত্যাহার বা অভিযোগের তদন্ত বন্ধের আবেদন করেন তবে এর কারণ অনুসন্ধানপূর্বক রিপোর্টে উল্যেখ করতে হবে।

নিরোধ কেন্দ্র সর্বোচ্চ ত্রিশ কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত কাজ শেষ করে কমিটির রিপোর্ট এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী অপরাধীর শাস্তির নির্দিষ্ট সুপারিশ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রদান করবে; তবে বিশেষ যৌক্তিক কারণে তদন্তের সময়কাল সর্বোচ্চ ষাট কার্যদিবস পর্যন্ত বর্ধিত করা যেতে পারে।

যদি প্রমাণিত হয় যে, উদ্দেশ্যমূলকভাবে সাজানো অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে তাহলে অভিযোগকারী/দের উপযুক্ত শাস্তির সুপারিশ করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট জমা দিবে। সংশ্লিষ্ট উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবে। নিরোধ কেন্দ্রের পরিচালনা কমিটি সদস্যদের সর্বসম্মতিতে, অন্যথায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতানুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

৬। *শাস্তি:*

নিরোধ কেন্দ্রের সুপারিশ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সর্বোচ্চ ষাট কার্যদিবসের মধ্যে সকল পর্যায় শেষ করবে এবং অপরাধীর শাস্তি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন। নিরোধ কেন্দ্র কর্তৃক কোন অভিযোগের তদন্ত চলাকালে নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে সাময়িকভাবে সকল দায়িত্ব থেকে এবং শিক্ষার্থীকে সাময়িকভাবে শিক্ষা কার্যক্রম থেকে বিরত রাখতে হবে।

৬.১ অপরাধী যদি শিক্ষার্থী হন তবে অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী নিম্নোক্ত যে কোন শাস্তি দেয়া যাবে-

ক. মৌখিক সতর্কীকরণ,
খ. লিখিত সতর্কীকরণ,
গ. লিখিত সতর্কীকরণ ও তা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সর্বত্র প্রচার,
ঘ. এক বছরের জন্য বহিষ্কার ও প্রচার,
ঙ. দুই বছরের জন্য বহিষ্কার ও প্রচার,
চ. চিরতরে বহিষ্কার ও প্রচার,
ছ. সকল শিক্ষা ও কর্ম প্রতিষ্ঠানে এ বিষয়ক তথ্য সরবরাহ এবং রাষ্ট্রীয় আইনের অধীনে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদানের জন্য পুলিশের কাছে হস্তান্তর।

৬.২ অপরাধী যদি কর্মকর্তা বা কর্মচারী হন তাহলে অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করে নিম্নোক্ত যে কোন শাস্তি দেয়া যাবে-

ক. মৌখিক সতর্কীকরণ,
খ. লিখিত সতর্কীকরণ,
গ. লিখিত সতর্কীকরণ ও তা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সর্বত্র প্রচার,
ঘ. অভিযুক্ত/দের ইনক্রিমেন্ট বন্ধসহ আর্থিক সুবিধা খর্ব করা ও অভিযোগকারী/দেরকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান,
ঙ. অপরাধী/দের পদাবনতি ও অভিযোগকারী/দেরকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান,
চ. বাধ্যতামূলক অবসর বা চাকুরিচ্যুতি,
ছ. অপরাধী/দের চাকুরিচ্যুতি ও অভিযোগকারী/দেরকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান,
জ. নৈতিক অসচ্চরিত্রতার দায়ে চাকুরিচ্যুতি এবং শাস্তির বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অন্যান্য সকল সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানে অবহিত করা,

ঝ. নৈতিক অসচ্চরিত্রতার দায়ে চাকুরিচ্যুতি এবং শাস্তির বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অন্যান্য সকল জাতীয় প্রতিষ্ঠানে অবহিত করা,

ঞ. চাকুরিচ্যুতি এবং রাষ্ট্রীয় আইনের অধীনে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদানের জন্য পুলিশের কাছে হস্তান্তর।

৬.৩ অপরাধী যদি শিক্ষক হন তাহলে অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করে নিম্নোক্ত যে কোন শাস্তি দেয়া যাবেঃ

ক. মৌখিক সতর্কীকরণ,

খ. লিখিত সতর্কীকরণ,

গ. লিখিত সতর্কীকরণ ও তা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সর্বত্র প্রচার,

ঘ. নির্দিষ্ট কোর্সসমূহে পাঠদান, পরীক্ষার কাজ এবং সকল প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি,

ঙ. অভিযুক্ত/দের ইনক্রিমেন্ট বন্ধসহ আর্থিক সুবিধা খর্ব করা ও অভিযোগকারী/দেরকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান,

চ. অপরাধী/দের পদাবনতি ও অভিযোগকারী/দেরকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান,

ছ. বাধ্যতামূলক অবসর বা চাকুরিচ্যুতি,

জ. অপরাধী/দের চাকুরিচ্যুতি ও অভিযোগকারী/দেরকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান,

ঝ. নৈতিক অসচ্চরিত্রতার দায়ে চাকুরিচ্যুতি এবং শাস্তির বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অন্যান্য সকল সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানে অবহিত করা,

ঞ. নৈতিক অসচ্চরিত্রতার দায়ে চাকুরিচ্যুতি এবং শাস্তির বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অন্যান্য সকল জাতীয় প্রতিষ্ঠানে অবহিত করা,

ঞ. চাকুরিচ্যুতি এবং রাষ্ট্রীয় আইনের অধীনে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদানের জন্য পুলিশের কাছে হস্তান্তর

৬.৪ অপরাধী যদি ক্যাম্পাসে বসবাসরত বা আগত বা যাতায়াতকারী কোন ব্যক্তি হন তাহলে অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করে নিম্নোক্ত যে কোন শাস্তি দেয়া যাবে-

ক. মৌখিক সতর্কীকরণ,

খ. লিখিত সতর্কীকরণ,

গ. লিখিত সতর্কীকরণ ও তা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সর্বত্র প্রচার,

ঘ. ক্যাম্পাসে আগমন, চলাচল বা বসবাস নিষিদ্ধ করা,

ঙ. সম্পর্কিত সকল প্রতিষ্ঠানে অবহিত করা এবং রাষ্ট্রীয় আইনের অধীনে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদানের জন্য পুলিশের কাছে হস্তান্তর।

৭। ***তহবিলঃ***

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিজ নিজ অভিযোগ কেন্দ্রের ব্যয় নির্বাহে প্রয়োজনীয় অর্থ বাজেটে বরাদ্দ ও মঞ্জুর করবে।

৮। ***প্রবিধি প্রণয়নঃ***

'উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালা, ২০০৮' এর যথোপযুক্ত কার্যকর বাস্তবায়নের প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মূল নীতিমালার সাথে সমঞ্জস প্রবিধি প্রণয়ন করতে পারবে।

(প্রফেসর ড. এ এইচ এম জেহাদুল করিম)
প্রাক্তন সদস্য, বিমক
বর্তমানে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং আহ্বায়ক
উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালা প্রণয়ন কমিটি

(মোঃ মখলেছুর রহমান)
উপ-সচিব ও
সদস্য সচিব
উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালা প্রণয়ন কমিটি